শারীয়াহ'র মানদণ্ডে তালেবান

শারীয়াহ’র মানদণ্ডে তালেবান

মূলঃ আল-মুরহাফাত মিডিয়া

১৪৪০ হিজরী

২০১৯ ঈসায়ী

অনুবাদ ও পরিবেশনায়ঃ

আল-বুরহান মিডিয়া

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রাসুল, মুজাহিদ ও মুওয়াহহিদগণের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ’র উপর। তার উপর সর্বোত্তম সালাত ও পরিপূর্ণ সালাম বর্ষিত হোক। অতঃপরঃ

নিশ্চয়ই একজন মুসলিম দলসমূহ, কথা, ও ব্যক্তিদের ব্যাপারে হুকুম দেওয়ার ক্ষেত্রে যে মানদণ্ড গ্রহণ করে তা হল প্রজ্ঞাময় শারীয়াহ’র মানদণ্ড, যা সহানুভূতি বা দয়া থেকে দূরে। আর যে কোন দলের ব্যাপারে হুকুম দেওয়ার জন্য দুইটি উছূল (মূলনীতি) গ্রহণ করা অপরিহার্য। যেমন শাইখুল ইসলাম তাতারদের ব্যাপারে তার ফাতাওয়ায় বর্ণনা করেছেন।

প্রথম মূলনীতিঃ দলের অবস্থা সম্পর্কে জানা।

দ্বিতীয় মূলনীতিঃ এ ব্যাপারে শারীয়াহ’র হুকুম জানা।

তালেবান হল আওয়াম আহলুস সুন্নাহ’র ভাবধারার সাথে সম্পৃক্ত একটি দল। কিন্তু তালেবান আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’র আক্বীদাহ গ্রহণ করে না। বরং তারা সিফাতসমূহের অধ্যায়ে, গ্রহণের উৎস এবং আহাদ

হাদিসসমূহের স্তরে মাতুরিদী আক্বীদাহ গ্রহণ করে। এমনিভাবে ঈমানের ক্ষেত্রেও। ঈমানের অধ্যায়ে মাতুরিদীরা হল মুরজিয়াদের অন্তর্ভুক্ত। তারা মনে করে ঈমান হল অন্তরে সত্যায়ন করা। এজন্য তালেবানের পক্ষ থেকে এই বাতিল মূলনীতির কারণে বিপজ্জনক ফাতাওয়া প্রকাশ পেয়েছে। তবে খোরাসানে জাযিরাতুল আরবের ভাইদের উপস্থিতির কারণে তালেবানের কতিপয় সংগঠন এবং এর পরিচালনায় কিছু সংখ্যক নেতাদের মধ্যে প্রভাব পড়েছে। আফগানিস্তানের বাস্তবতা বিশ্বের নিকট গোপন নয় যে, তালেবানরা হল অসংখ্য সংগঠনসমূহের সমষ্টি, যারা মোল্লা ওমর রহিমাহুল্লাহ'কে আমির হিসেবে বাইআত দিয়েছিল। পাশাপাশি ঐ সকল সংগঠনের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন আক্বীদাহ-বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিক সংখ্যকের হল মাতুরিদী আক্বীদাহ। তবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র আক্বীদাহ'র উপর কিছু সংগঠন ও নেতৃত্ব পাওয়া যায়। যেমন পাকিস্তানে হাকিমুল্লাহ মাসউদ রহিমাহুল্লাহ'র সংগঠন।

আমেরিকার যুদ্ধের পূর্বে তালেবানের অবস্থার আবর্তনে জানা যাচ্ছিল যে, তালেবান কবরের আশেপাশের বিদআতসমূহ নিষিদ্ধ করবে। এমনিভাবে তালেবানের কোর্সসমূহে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুমাল্লাহ - এদের কিতাবসমূহ পাঠদান করাবে। বিপরীতে তালেবানের মাঝে এমন কিছু সংগঠন পাওয়া গেল যারা কবরী (কবর পূজারী) আক্বীদাহ গ্রহণ করে এবং ওয়াহাবী মাদরাসাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে, যেমনটি এবোটাবাদের নথিপত্রে প্রকাশিত শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্যে এসেছে যা আল-কায়দার নেতারা সত্যায়ন করেছে এবং তাদের প্রধান হল যাওয়াহিরী - আল্লাহ তাকে

হক্বের (সত্য পথের) হিদায়াত দান করুন! এমনিভাবে তালেবানের অনুগামী ঐসকল সংগঠনের মাঝে বিভিন্ন ওয়ালার (বন্ধুত্ব করার) নীতি রয়েছে। ফলে তাদের কেউ পাকিস্তানী সরকারের সাথে প্রকাশ্যে শত্রুতা করে এবং উভয়ের মাঝে দীর্ঘ যুদ্ধও হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে কিছু সংগঠন রয়েছে যারা পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থার অনুগত এবং এর নেতৃত্বে তারা কাজ করে। যে ধারণা করে তালেবান নিজ আক্বীদাহ ও ওয়ালার নীতিতে একটি সংগঠন, তাহলে সে বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে এবং হারকাতের (তালেবানের) বিবরণে খুঁজাখুঁজি করা তার উচিৎ নয়।

তালেবানের নেতৃত্বের অবস্থা বিবর্তিত হয়েছে এবং আফগানিস্তানে আমেরিকার যুদ্ধের পূর্বে এর (তালেবানের) নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা নিয়ে ফিরে আসেনি। মোল্লা ওমর রহিমাহুল্লাহ'র নেতৃত্বের তালেবান ছিল সত্যপন্থী ও অবিচলপন্থী - আক্বীদাহ'র ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ'র সাথে তাদের অধিকাংশের বিরোধ থাকা সত্ত্বেও। তাই মোল্লা ওমর রহিমাহুল্লাহ আমেরিকার নিকট শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহকে সোপর্দ করতে অস্বীকার করেছিল। আর এই কারণেই তার শাসনের পতন হয়। আমেরিকার যুদ্ধের সময়গুলোতে প্রতিবেশী রাষ্ট্র; যেমন ইরান ও পাকিস্তানের সাথে মোল্লা ওমর রহিমাহুল্লাহ'র তালেবানের মাঝে সম্পর্ক ছিল এক শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্ক, বন্ধুত্বপূর্ণ ও আনুগত্যপূর্ণ কোন সম্পর্ক ছিল না। সকলেই জানে যে, কিছু রাষ্ট্রে তালেবানের দূতাবাস ছিল, যেমন পাকিস্তান, সৌদি ও আমিরাত। কিন্তু মোল্লা ওমর রহিমাহুল্লাহ এগুলোকে কখনোই অনুসরণ করতেন না। একারণেই এসকল রাষ্ট্রগুলো আমেরিকার সাথে মিলে তালেবানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। মোল্লা ওমরের উপর তাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না যার ভিত্তিতে শাইখ

উসামাকে তাদের নিকট সোপর্দ করতে তাকে বাধ্য করবে। তাই এই সকল রাষ্ট্রগুলো তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরিক হল, হোক তা সামরিক কর্মকাণ্ড, অথবা নিরাপত্তা-বিষয়ক গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে তা সমান। এর থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণটি হল মিথ্যা রটনা করা। তালেবানের পতনের ও তারা পাহাড়ে চলে যাওয়ার পর মোল্লা ওমর রহিমাহুল্লাহ আত্মগোপনে চলে গেলেন এবং তার নামে প্রত্যেক বিষয়ে বার্তা প্রকাশ হতে থাকল। বিশেষকরে দুই ঈদে। অন্যদিকে আল-কায়দার নেতৃত্ব মোল্লা ওমর রহিমাহুল্লাহ'র এই সকল বক্তব্যসমূহের সততা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। যেমন শাইখ আবু ইয়াহ্ইয়া আল-লিব্বী শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ'র জন্য প্রেরিত এক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, যা আমেরিকা এবোটাবাদ নথিপত্র নামে পরিচিত ডুকুমেন্টারিতে প্রকাশ করেছে। আবু ইয়াহ্ইয়া রহিমাহুল্লাহ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে যে বিষয়টির নিন্দা করেছেন তা হল এই বক্তব্যসমূহে দেশাত্মবোধ জাতীয়তাবাদী বিষয়গুলো। আর এটাই প্রমাণ করে, হারকাতে তালেবানের শাসন পতনের সুবিধাভোগী সিদ্ধান্ত থেকে মোল্লা ওমর রহিমাহুল্লাহকে দূরে সরানো। তাহলে এই গাদ্দারীর পিছনে কে রয়েছে?!

আমেরিকা একটি নথি প্রকাশ করে - যা শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ'র পক্ষ থেকে এক নেতার নিকট চিঠির বক্তব্য - তিনি তাকে হারকাতে তালেবানের উপর পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থার নিয়োজিত ধারার কর্তৃত্ব থেকে সতর্ক করেন। চিঠিতে শাইখ উসামা ও আল-কায়দার নেতাগণ যে ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়েছেন তা হল, এই পৃষ্ঠপোষক ধারার পক্ষ থেকে তালেবানের কিছু নেতাকে গুপ্ত হত্যা করা এবং আমেরিকাকে পূর্ণ কাজের জন্য দায়ী করা। এদের মধ্যে রয়েছে সামরিক দায়িত্বশীল মোল্লা

দাদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ - যিনি সামরিক বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ একজন নেতা ছিলেন। তিনি পাকিস্তানী সরকারের সাথে তার শত্রুতার ব্যাপারে আল-জাযিরাহ চ্যানেলের সাথে এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্টকরে বলেছেন; নিশ্চয়ই পাকিস্তান হল মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী একটি রাষ্ট্র। আফগানিস্তানে প্রকাশ্যে তার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করার মাধ্যমে তার চাহিদা হল, এই পদ্ধতিসমূহ পরিবর্তন করা। আর এটা হারকাতে তালেবানের উপর পাকিস্তানের এই পৃষ্ঠপোষক ধারার কর্তৃত্বের বিষয়টি আল-কায়দার নেতাগণের সূত্রতার সততাকে বৃদ্ধিই করে। ঐ নথিপত্রে হারকাতে তালেবানের উপর এই কর্তৃত্বশীল ধারার ব্যাপারে শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ'র সতর্ককরণের বিষয়টি এসেছে এবং পাকিস্তানের চাহিদা অনুযায়ী মুহাজির ভাইদেরকে জবাই করা, বিশেষকরে এই ধারাটি সালাফী ওয়াহাবী আক্বীদাহ'কে অনেক ঘৃণা করে।

আর এই ধারার কর্তৃত্ব এবং পাকিস্তান যার ব্যাপারে সন্তুষ্ট নয় এমন ব্যক্তিদেরকে পরিষ্কারকরণ ও বরখাস্তকরণের পর হারকাতে তালেবানের তথ্যসংক্রান্ত বার্তাতে পর্যায়ক্রমে বিচ্যুতি প্রকাশ করতে শুরু করে। কিন্তু এর সবগুলোই মোল্লা ওমর রহিমাহুল্লাহ'র নামে প্রকাশ হয়। যাতে করে সদস্যরা তাদের থেকে সরে না যায়।

সুতরাং এই বিচ্যুতির সারাংশ এরূপঃ

- তালেবান স্পষ্ট ঘোষণা করে যে, তারা দেশাত্মবোধ জাতীয়তাবাদী একটি রাষ্ট্র চায়, যেখানে আফগানী জনগোষ্ঠীর প্রত্যেক সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা হবে। আর এটা বিপরীতধর্মী একটি বক্তব্য।

● তালেবান নিশ্চিত করে যে, তারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে পারস্পারিক শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক করতে চায়।

●তালেবান মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রাষ্ট্রসমূহে জিহাদ করার ক্ষেত্রে আফগানিস্তানের ভূমি ব্যবহার করতে কাউকে অনুমিত দেয় না।

● দেশের জন্য এমন আইন নির্বাচন করবে যা শারীয়াহ এবং আফগানী ঐতিহ্য ও রীতিসমূহের মুওয়াফিক্ব বা উপযোগী। যেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

● তালেবান মুসলিমদের দেশের শাসন ব্যবস্থাকে আকৃষ্ট করতে চায়। যেমন - কাতার ও ইরানের শাসকদের ব্যাপারে তালেবানের প্রশংসাজ্ঞাপন।

● তালেবান ইরানের ব্যাপারে এই বিবরণ দেয় যে, ইরান হল ইসলামী রাষ্ট্র (দাওলাতুল ইসলাম) এবং এর সাথে সুসম্পর্ক করার চেষ্টা করে।

● তালেবান নিশ্চিত করে যে, তালেবান জাতিসংঘ এবং এর অনুগামী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সর্বোত্তম সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে।

তালেবান মোল্লা ওমর রহিমাহুল্লাহ'র মৃত্যুর খবর ঘোষণা করার পর আখতার মানসুরকে হারকাতের আমির হিসেবে বাইআত দেওয়া হল, যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় ও চোখে চোখে ছিল। ফলে তালেবানের কিছু নেতা আখতার মানসুরকে বাইআত দেওয়ার বিষয়টি বিরোধিতা করল, তার ব্যাপারে এই বিবরণ দিয়ে যে,

সে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থার লোক এবং তাকে নিয়োগ প্রদান করা পাকিস্তানী সিদ্ধান্ত। হারকাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি হল, ফলে কিছু অংশ দাওলাতুল ইসলামে - আল্লাহ একে সম্মানিত করুন - যোগদান করল এবং আরেকাংশ নিজস্ব সংগঠন তৈরি করল। হারকাত আখতার মানসুরের নেতৃত্বে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে যারা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং আখতারের বাইআতকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই হারকাত সেখানে দাওলাহ'র বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে। এমনিভাবে হারকাতে তালেবান মোল্লা দাদুল্লাহ'র সহোদর হুজী মানসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করেছে।

সুতরাং তালেবানের নিজস্ব ভাষায় যে বক্তব্য গুলো প্রকাশ হয়েছে, মোল্লা ওমর রহিমাহুল্লাহ'র মৃত্যুর ঘোষণার পর যে ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছে, হারকাতে তালেবান থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিরা যে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এর পূর্বে এবোটাবাদ নথিপত্রে আল-কায়দার প্রথম সারির নেতাগণের যে বক্তব্য এসেছে এর সবগুলোই হারকাতে তালেবানের উপর পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থার কর্তৃত্বের বিষয়টি অকাট্যভাবে নিশ্চিত করে।

আর হারকাতে তালেবানের পক্ষ থেকে আমেরিকার সাথে তাদের আলোচনায় অন্য আরো একটি বিষয় প্রকাশ হয়েছে - তালেবান আফগানিস্তানে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং যারা আফগানিস্তানের ভূমিতে থেকে কাফিরদের সাথে জিহাদ করবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আমেরিকাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

সুতরাং এই হল তালেবানের অবস্থা। এই সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলো থেকেই আমরা হারকাতে তালেবানের ব্যাপারে শারীয়াহ'র হুকুম বর্ণনা করব।

আর আক্বীদাহ'র ভিত্তিতে তালেবানের নতুন নেতৃত্বের ব্যাপারে হুকুম দেওয়ার সম্পর্কে; অনেক ভাই বর্ণনা করেছেন যে, তারা সুফিবাদী। কিন্তু তাদের প্রকৃত মতামত জানার পরেই শুধুমাত্র তাদের ব্যাপারে হুকুম দেওয়া জায়েয হবে। কারণ সুফিবাদের অনেক স্তর রয়েছে। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে তারা প্রত্যেকেই বিদআতি।

প্রতিবেশী ও আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে পারস্পারিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক করার সম্বন্ধেঃ

নিশ্চয়ই এই সকল রাষ্ট্রসমূহ যাদের সাথে তালেবান সুসম্পর্ক ও শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা করতে চায় সেগুলো হল তাগুতী রাষ্ট্র, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত বিচার-ফায়সালা বা শাসন করে, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহর শত্রুদের সাথে ওয়ালা (বন্ধুত্ব) করে। যেমন- ইরান, সৌদি, কাতার, পাকিস্তান, আমিরাত, চীন, রাশিয়া ও অন্যান্যরা। এই সকল রাষ্ট্রের অধিকাংশরাই দারুল ইসলামের উপর প্রভাব বিস্তার করে - যা শারীয়াহ দ্বারা শাসন করা হয়, এবং যার অধিবাসীরা সর্বদা ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত। তাই শারয়ী ওয়াজিব (আবশ্যক) হচ্ছে এই সকল মুরতাদ রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে ক্বিতাল (যুদ্ধ) করা, এই রাষ্ট্রগুলোর শাসন ব্যবস্থা দূরীভূত করা এবং সেখানে সহীহ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা। এই সকল রাষ্ট্রসমূহের জন্য যিম্মা, প্রতিশ্রুতি ও আমানের (নিরাপত্তার) কোন চুক্তি করা যাবে না। কেননা এই রাষ্ট্রগুলো হল মুরতাদ। হোক সেটা রাফিদী ইরান অথবা জাযিরাহ

ও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী।

ফুক্বাহাগণ মুরতাদদের সাথে যুদ্ধবিরতির মাস'আলায় ইখতিলাফ করেছেন যখন তারা কিছু ভূমি নিয়ন্ত্রণে রাখে। কিন্তু সন্ধি ও যুদ্ধবিরতির মাস'আলাটি পারস্পারিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক স্থাপন করার মাস'আলার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, যুদ্ধবিরতি হল একটি আপদকালীন বিষয় এবং তা আসল বা ভিত্তি নয়। আর যারা জায়েয বলেছেন তাদের নিকট এটা (যুদ্ধবিরতি) স্থাপন করা শুধুমাত্র মুসলিমদের দূর্বল অবস্থাতে জায়েয। কিন্তু এটা সর্বদা (স্থাপন) করা এবং শাসন রীতিতে সাংবিধানিক ধারার ন্যায় আইন তৈরি করা জায়েয নেই। আর তালেবান এটাই চায়।

সুতরাং তালেবান কয়েকবার নিশ্চিত করেছে যে, নিশ্চয়ই তাদের মানহাজ ও সংবিধানে সুসম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে লিখিত বক্তব্য দেওয়া আছে। ফলে এটা তালেবানের নিকট একটি মূলনীতি হয়ে গেছে। আর এই বিষয়টিই তার থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে অবাধ্যতার অধিক নিকটবর্তী। তাই ইমাম প্রয়োজন ছাড়া মুরতাদদের সাথে সন্ধি করার মাঝে - একারণে সে পাপী ও অবাধ্য হবে - এবং তার মানহাজ, মতামত ও শাসন ব্যবস্থার সংবিধানে এই সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে লিখিত বক্তব্য থাকার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এটা সর্বজনবিদিত যে, আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের সংবিধান হল তথ্যসূত্র এবং সংবিধান বিরোধী যে কোন বিষয় বাতিল বলে গণ্য হয়।

অতএব এই কাজের কারণে তালেবানকে তাকফির করাটা আহলুস সুন্নাহ'র নিকট একটি বিতর্কিত মাস'আলা, তাহলে এটা কি এমন নিবৃত্ত

থাকা যা এর সম্পাদনকারীকে কুফর অথবা এটা ছাড়া অন্যদিকে নিয়ে যায়? এবং যে ব্যক্তি এ দুই বক্তব্যের কোন একটি বলে তাকেও প্রত্যাখ্যান করা হবে না। আর ইতিপূর্বে যাকাত দিতে বাধাপ্রদাকারীদের হুকুমের ব্যাপারেও ফুক্বাহাগণ ইখতিলাফ করেছেন।

দ্বিতীয় মাস'আলায়ঃ

তালেবানের স্পষ্ট ঘোষণা - আফগানী জনগোষ্ঠীর সকল সম্প্রদায় শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করবে এবং তালেবান তা একচেটিয়েভাবে কখনোই নিবে না। এই কথার মাঝে প্রতারণা ও প্রকাশ্য ছলনা রয়েছে। এর কয়েকটি উদ্দেশ্যের সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং জনগোষ্ঠীর সম্প্রদায়ের মধ্যে আসলী কাফির, রাফিদী মুরতাদ ও এজেন্ট মুরতাদ রয়েছে। এমনিভাবে আফগানের প্রাঙ্গণে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলসমূহ রয়েছে। তাহলে তালেবান শাসন ব্যবস্থায় এই দলের কাকে অংশগ্রহণ করাবে? নাকি তা এমন বক্তব্য যার কোন বাস্তবতা নেই?!

তৃতীয় মাস'আলাঃ "তালেবানের বক্তব্যে আইন"

তালেবান পাগোওয়াশ কনফারেন্সে এর বক্তব্যে উল্লেখ্য করেছে যে, নিশ্চয়ই তারা আইনের (আল-ক্বনুন) রাষ্ট্র চায় এবং এই আইন গঠনে তালেবানের মতামত ও এর গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করেছে। অতঃপর তারা উল্লেখ করেছে, অপরিহার্যভাবে এই আইন শারীয়াহ'র উপযোগী এবং আফগানী জনগোষ্ঠীর সামাজিক রীতি-নীতির ব্যাপারে যত্নবান হবে এবং অপরিহার্যভাবে এটা (আইন) আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি লাভ করবে।

সুতরাং তালেবান কি করতে চায় এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য কি? আর তালেবান এই আইনের মত আইন কিভাবে জারি করবে? কিভাবে তারা শারীয়াহ'র উপযোগী (মুওয়াফিক্ব) এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টির মাঝে সমন্বয়সাধন করবে? আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জিযয়ার মাস'আলাকে অপরাধ হিসেবে অভিযুক্ত করে। কেননা তাদের মূলনীতিসমূহের একটি হল ধর্ম (দ্বীন) ও বংশের ভিত্তিতে মানুষের মাঝে পার্থক্য না করা। তালেবান কিভাবে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের মাস'আলা এবং অন্য রাষ্ট্রসমূহের উপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জুলুম নিষিদ্ধ (হারাম) করার মাস'আলার মাঝে সামঞ্জস্যবিধান করবে? এছাড়া তালেবান কাফির রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ব্যাপারে তার দেশের পক্ষ থেকে কাউকে অনুমতি না দেওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করেছে। ফলে শারীয়াহ বাস্তবায়নের ব্যাপারে তালেবানের বক্তব্য নাবী ﷺ এর উপর নাযিলকৃত প্রকৃত শারীয়াহ'র বিরোধী।

তালেবান সবচেয়ে ভালো অবস্থায় শারীয়াহ'র এমন কিছু আহকাম বন্ধ করবে যেগুলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়।

জাতিসংঘ এবং তার অনুগামী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার মাস'আলাঃ

তালেবান জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেনি। কিন্তু তালেবানের প্রত্যেকটি বক্তব্য ও বিবৃতি নিশ্চিত করে যে, সদস্য হওয়াটা তালেবানের ইচ্ছা। তবে কি জাতিসংঘ তালেবানকে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়াই তালেবান সরকারের সাথে একত্রে কাজ করবে? আর

তালেবানের সর্বশেষ স্বীকৃতি ছাড়াই কি জাতিসংঘ তালেবানকে স্বীকৃতি দিবে? যেকোন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি জাতিসংঘের দিকে লক্ষ্য করবে, সে দেখতে পাবে যে, নিশ্চয়ই এই সংস্থাটি এমন সরকারদের সাথে একত্রে কাজ করে না যাদেরকে সংস্থাটি স্বীকৃতি দেয় না এবং জাতিসংঘ এমন কোন সরকার বা রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয় না যারা জাতিসংঘের আইনকে স্বীকৃতি দেয় না। আর জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার মাস'আলা হল কুফরে আকবার, যা মিল্লাহ থেকে বের করে দেয়। কেননা জাতিসংঘের চাহিদাগুলো সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জন্য মেনে চলা বাধ্যতামূলক। এমনিভাবে জাতিসংঘের সদস্যদের জন্য এর আদালত মেনে চলা বাধ্যতামূলক। কারণ যদি কোন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের ব্যাপারে অভিযোগ করে তাহলে আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষ আদালত আসামী অভিযুক্ত করে। আর এই সংস্থায় অন্তর্ভুক্তি সদস্যদের তাগুতের নিকট বিচার চাইতে বাধ্য করে।

চতুর্থ মাস'আলাঃ-

তা হল কাতার ও ইরানের তাগুতদের ব্যাপারে তালেবানের প্রশংসা করা। সুতরাং এটা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তোষামোদি করার শামিল। তাদেরকে তাকফির না করার ব্যাপারে তালেবানের স্পষ্ট ঘোষণা করাটা তাদেরকে কুফরে নিপাতিত করে। তবে তালেবানকে তাকফির করা হবে শুধুমাত্র তাদের উপর হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে। বিশেষত ঈমানের মাস'আলায় তালেবান আহলুস সুন্নাহ'র বিপরীত। সুতরাং যখনই তালেবানের উপর হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা হবে তখনই তারা মুরতাদ হয়ে যাবে। অন্যথায় তারা কুফরি কাজ সম্পাদন করার জন্য বিদআতি হবে। আর

তাকফির করা থেকে বিরত থাকা ব্যক্তির উসুল যদি ফাসিদ (বাতিল) হয় তাহলে তার হুকুম জানার জন্য দাওলাতুল ইসলামের মিডিয়া আল-বায়ান রেডিও থেকে প্রকাশিত 'মানহাজ সংক্রান্ত মাস'আলা বর্ণনার একটি ইলমী সিরিজ' মুরাজাআ (অধ্যায়ন) করা যেতে পারে।[1]

[1] ইলমী সিরিজ থেকে উদ্বৃতি;

তৃতীয় স্তরঃ যে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে দ্বিধা করবে (তাকফির করা থেকে বিরত থাকবে) যে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত এবং এমন কুফর অথবা শিরকে পতিত হয় যার ব্যাপারে ইজমা বা ঐক্যমত রয়েছে।

এই সকল ব্যক্তিদের স্তর কয়েকটিঃ

তৃতীয় স্তরের দ্বিতীয় প্রকারঃ যার নিকট বাতিল উসুল বা মূলনীতি রয়েছে। অতঃপর সে ব্যাখ্যা করে। তাই তার উপর হুকুম দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের কুফরি অধিক দৃশ্যমান হওয়া প্রভাব ফেলবে।

সুতরাং কুফরি অধিক দৃশ্যমান হওয়ার অবস্থায় তাকে কাফির, অবাধ্য ও তার ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিজেকে আড়ালকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। আর অন্যান্য অবস্থাগুলোতে তাকে তাকফির ও তাফসিক্ব করার মাঝে ভিন্ন মত রয়েছে।

বাতিনী এক দলের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি বলে, 'তাদের কথায় ব্যাখ্যা রয়েছে যা শারীয়াহ'র মুওয়াফিক্ব হয়' নিশ্চয়ই সে তাদের নেতা ও ইমামদের মধ্য থেকে একজন। কেননা যদি সে বুদ্ধিমান হয় তাহলে সে যা বলেছে এব্যাপারে তার নিজের মিথ্যাবাদিতা সে জানে। আর যদি সে এব্যাপারে বাতিনী যাহিরী আক্বীদাহ পোষণ করে তাহলে সে খ্রিস্টানদের থেকেও বড় কাফির। সুতরাং যে ব্যক্তি এই সকল লোকদেরকে তাকফির করে না ও তাদের কথার জন্য ব্যাখ্যা নির্ধারণ করে, সে ত্রিত্ববাদ ও ঐক্যের কারণে খ্রিস্টানদেরকে তাকফির করা থেকে অধিক দূরে থাকবে।" [মাজমুউল ফাতাওয়া- ২/ ১৩৩]

=

তিনি রহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, “যে কাফির কে কাফির সাব্যস্ত করে না তাকে তাকফির করার ব্যাপারে তার - অর্থাৎ ইমাম আহমদ - থেকে দুটি মত বর্ণনা হয়েছে। অর্থাৎ যে জাহমিয়্যাহদের তাকফির করে না তাকে তাকফির করার ব্যাপারে - এদুই টির সঠিক মত হল সে কাফির হবে না।” [মাজমুউল ফাতাওয়া -১২/৪৮৬]

আর ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেন, “আমি ইহুদী, খ্রিস্টান ও মাজুসীদের কথা পর্যালোচনা করলাম। ফলে আমি কুফরির ক্ষেত্রে তাদের অর্থাৎ জাহমিয়্যাহদের থেকে অধিক পথভ্রষ্ট কোন জাতি দেখিনি। যে ব্যক্তি তাদেরকে তাকফির করে না আমি তাকে জাহিল বা অজ্ঞ মনে করি। তবে যে তাদের কুফরি জানে না সে ব্যতীত।” তার রহিমাহুল্লাহ'র কথা শেষ। [আল-মাসদারুস সাবিক্ব-২/২৪/৩৪]

ইমাম বুখারীর কথা থেকে স্পষ্ট হল যে, তিনি জাহমিয়্যাহদের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ব্যক্তিকে তাকফির না করার মত দিয়েছেন। যেমন আহমদ থেকে বর্ণিত দুই রিওয়ায়েতের (মতের) একটি। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, “সালাফ ও ইমামগণ মুরজিয়া, প্রাধান্যদানকারী শিয়া - অর্থাৎ যারা শুধুমাত্র আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে অন্যান্য সাহাবীগণের উপর প্রাধান্য দেয় কোন প্রকার অপবাদ দেওয়া ছাড়াই - ও এরকম ব্যক্তিদের তাকফির না করার ব্যাপারে কোন বিতর্ক করেননি এবং এই সকল ব্যক্তিদের তাকফির না করার ব্যাপারে আহমদের বক্তব্যে কোন ইখতিলাফ নেই। যদিও তার সঙ্গিদের মধ্য থেকে কেউ কেউ সকল আহলুল বিদআতদের এরা এবং এরা ব্যতীত অন্যদের তাকফির করার ব্যাপারে তার ও তার মাজহাবের বিপরীত মত পোষণ করেছেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ ঐ সকল ও অন্যান্য ব্যক্তিদের চিরস্থায়ী জাহান্নামে বসবাসের হুকুম দিয়েছেন। তাই মতটি তার মাজহাব ও শারীয়াহ'র আলোকে ভুল।” তার রহিমাহুল্লাহ'র কথা শেষ। [মাজমুউল ফাতাওয়া- ৩/৩৫১]

উদ্বৃতি শেষ।

সবচেয়ে স্পষ্ট ও বিপজ্জনক মাস'আলাটি হল দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে এবং প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যারা আফগানিস্তানের ভূমি ব্যবহার করে যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে জিহাদ করার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল (যুদ্ধ) করার ব্যাপারে আমেরিকা ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে তালেবানের চুক্তি করাঃ

তালেবানের বিবৃতি অনুযায়ী তালেবান কোন খিলাফাহ নয়। তারা স্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে, তারা এটা চায় না। আর তালেবান আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত শাসনকারী মুরতাদ রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে নিবৃত্ত রয়েছে। তালেবান পুরো আফগানিস্তানের কর্তৃত্ব করে না। সেখানে মুজাহিদদের শাসনে কিছু অঞ্চল রয়েছে। বহিরাগত রাজনীতিতে তালেবানের শারীয়াহ বাস্তবায়ন না করা এমনকি যদি আমরা আরো নিচের স্তরে নামি যে, তালেবান অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে শারীয়াহ বাস্তবায়ন না করার কারণে যারা তাদের (তালেবানের) কর্তৃত্ব থেকে বেড়িয়ে গেছে তারা তো দূরে থাক, তালেবানের নাগরিকদের উপরেও তালেবানের শারয়ী কোন কর্তৃত্ব নেই। আর দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং যারা আফগানিস্তানের ভূমি থেকে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তালেবানের চুক্তি করাটা কাফিরদের সাথে প্রকাশ্য ওয়ালা (বন্ধুত্ব) করা।

তালেবানের বিবৃতি অনুযায়ী তালেবান নিজেকে একটি শারয়ী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করে না, যাতে করে তালেবানের নাগরিকরা তালেবানের রাজনীতি মেনে চলে। ইতিপূর্বে আমরা যেমন উল্লেখ করেছি যে,

আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে তালেবানের সম্পর্ক স্থাপন করাটা নিবৃত্ত থাকার (ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র)[2] অন্তর্ভুক্ত। সেটা যুদ্ধবিরতি ও সন্ধির অন্তর্ভুক্ত নয়।

যদি আমরা আরো নিচে নামি যে, তালেবান তার কর্তৃত্বে একটি শারয়ী রাষ্ট্র, তাহলেও যারা তালেবানের কর্তৃত্বের বাহিরে রয়েছে তাদের উপর তালেবানের কোন কর্তৃত্ব নেই এবং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেওয়ার জন্য তালেবানের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা শারয়ী দিক থেকে মূল্যহীন। বরং এটা বড় বিশৃঙ্খলা। কারণ তালেবান ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের চেষ্টা না করার ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছে। মুজাহিদদের অঞ্চলে তালেবানের আক্রমণ করা অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি - যদি তা শুধুমাত্র প্রশস্ততার জন্য হয়। আর যদি সেটা কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে মুজাহিদদের বাধাপ্রদান করা হয় তাহলে সেটা প্রকাশ্য রিদ্দাহ ও আল্লাহর শত্রুদের সাথে ওয়ালা (বন্ধুত্ব) করার শামিল। তালেবানের

---

[2] ত্বইফাতুল মুমতানিআহ এমন দল বা জামা'আহ যা ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত। অতঃপর এই দলটি শক্তি প্রদর্শন ও লড়াই করার মাধ্যমে প্রকাশ্য মুতাওয়াতির ইসলামী শারয়ী বিষয়সমূহের কোন একটি পালনে বিরত থাকে। যদিও এর আবশ্যকীয়তার স্বীকৃতি দেয়।

এর উদাহরণঃ যদি কোন দল যাকাত আদায়, সিয়াম পালন ও ইসলামী শারীয়াহ'র অন্যান্য বিষয় পালনে বিরত থাকে - যদিও তারা এর ওয়াজিব হওয়ার স্বীকৃতি দেয়। অথবা তারা প্রকাশ্য হারামসমূহ বর্জন করেনা। যেমন- সুদ, মদ ও যিনা - যদিও তারা এর হারাম হওয়ার স্বীকৃতি দেয় - এক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই তাদেরকে বাধ্য করাতে পারব। অথবা তারা এমন শক্তিশালী যার মাধ্যমে তারা প্রকাশ্য শারয়ী বিষয় পালনে বিরত থাকে। যাদিও প্রকৃতপক্ষে তারা সরাসরি যুদ্ধ না করে।

অবস্থা আলে সউদ, কুরদী ও রাফিদীদের মতই যারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করে।

সুতরাং ইরাক ও শামে মুজাহিদদের উপর বোমাবর্ষণ করার জন্য সৌদি বিমান যাওয়ার মাঝে এবং নিজ উদ্দেশ্যে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তালেবানের বাহিনী প্রেরণ করার মাঝে কি পার্থক্য রয়েছে?

তাহলে তৈরিকৃত সীমানাসমূহের জন্য শাসন ব্যবস্থায় কি প্রভাব রয়েছে? এই বিষয়টি কেবলমাত্র জাহিল (অজ্ঞ) অথবা শারীয়াহ পরিবর্তনকারী ব্যক্তিই বলতে পারে।

যদি দাওলাহ আফগানিস্তানের ভূমি থেকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায় এবং তালেবানের অধিনে থাকা ভূমি ব্যবহার করতে চায়। আর তালেবানও সবশেষে তাদেরকে বাধা দেয়, তাহলে দাওলাহ'র জন্য ওয়াজিব হল কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে নিবৃত্ত দলের (ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ন্যায় তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। কেননা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, তালেবানের অবস্থানটা যুদ্ধবিরতি চুক্তি নয় বরং এটা নিবৃত্ত থাকা ও বন্ধকরণ।

এর উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের এই নিয়োজিত ধারার কর্তৃত্ব লাভের পর সম্প্রতি তালেবানের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে যা প্রকাশ পেয়েছে তাই প্রমাণ করে যে, হারকাতে তালেবান পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থাকে মান্য করে এবং এর সৈন্যবাহিনীর রীতি মোতাবেক চলে। আর এটাও একটি রিদ্দাহ। তবে কিছু ব্যক্তি এই বাস্তবতাকে অপছন্দ করে ও জিদ ধরে বিতর্ক করে এই প্রতিক্ষা করে যে, তালেবান তার কাজ ও পরিণতির

ব্যাপারে ঘোষণা দিবে। এজন্য আবশ্যক হচ্ছে তালেবানের পক্ষ থেকে ও তাদের বক্তব্যে যা প্রকাশ পেয়েছে তার উপর ভিত্তিকরে হুকুম দেওয়া।

তালেবানের বাস্তবতা ও মতামতের বিষয়ে আমরা যা বর্ণনা করেছি তার উপর ভিত্তি করে তালেবানের পক্ষ থেকে যা প্রকাশ পেয়েছে এবং দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও আফগানিস্তানের ভূমি ব্যবহার করা থেকে বাধা দেওয়ার কারণে তালেবানের নেতৃত্ব আল্লাহর দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে। তাদের উপর আবশ্যক হল আল্লাহর নিকট তাওবা করা এবং এই কুফর থেকে মুক্ত হওয়া। আর প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে তালেবানের নেতৃত্বের অবস্থা সম্পর্কে জানে এবং এর বাইআতের উপর সে অটল থাকে তাহলে তার হুকুম তালেবানের হুকুমের মতই হবে।[3]

---

[3] ইলমী সিরিজ থেকে উদ্বৃতি;

তৃতীয় স্তরের প্রথম প্রকারঃ যার নিকট কোন তা'ওয়ীল বা ব্যাখ্যা নেই। হয়তো তার নিকট অবস্থা (যে কুফরিতে লিপ্ত) বর্ণনা করার উপর সীমাবদ্ধ হবে, অথবা তাদের (কাফিরদের) ব্যাপারে শারীয়াহ'র হুকুম বর্ণনা করার উপর সীমাবদ্ধ হবে, অথবা তার (দ্বিধান্বিত ব্যক্তি) নিকট কুফরিতে লিপ্ত ব্যক্তির অবস্থা এবং কুফরিতে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে শারীয়াহ'র হুকুম বর্ণনা করা হবে। আর এটা শিরক প্রকাশ পাওয়া ও যাদের ব্যাপারে দ্বিধা করা হয় তাদের অবস্থা প্রকাশ পাওয়ার ভিত্তিতে হবে। সুতরাং এর পরেও যদি সে দ্বিধা করে বা তাকফির করা থেকে বিরত থাকে তাহলে সে কাফির হবে। আর যদি তাদের (যারা কুফরিতে লিপ্ত) অবস্থা দৃশ্যমান হয় এবং তাদের (যারা কুফরিতে লিপ্ত) ব্যাপারে শারীয়াহ'র হুকুমও দৃশ্যমান হয় তাহলে কোন বর্ণনা করা ছাড়াই দ্বিধান্বিত ব্যক্তিকে কুফরের হুকুম দেওয়া হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বাতিনীদের একদলের ব্যাপারে বলেন, "যে ব্যক্তি তাদের ব্যাপারে ভালো ধারণা করবে এবং এই দাবি করবে যে, সে তাদের

=

অবস্থা জানে না তাহলে তাকে তাদের অবস্থা জানানো হবে। অতঃপর যদি সে তাদের পরিত্যাগ না করে এবং তাদেরকে অস্বীকার না করে তাহলে তাকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে এবং তাদের থেকেই গণ্য করা হবে।" তার কথা শেষ। [মাজমুউল ফাতাওয়া-২/১৩২]

* সুতরাং লক্ষ্য করুন! এখানে শাইখুল ইসলাম এই দলের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ব্যক্তিকে তাকফির করার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা তাকে (দ্বিধান্বিত ব্যক্তিকে) জানানোর উপর সীমাবদ্ধ করেছেন।

শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ তার সময়ের কিছু মুরতাদদের ব্যাপারে বলেন, "যদি সে তাদের কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের ব্যাপারে জাহিল হয়, তাহলে তার নিকট তাদের কুফরির ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব ও রাসুল ﷺ এর সুন্নাহ থেকে দলিল পেশ করা হবে। এরপরেও যদি সে সন্দেহ পোষণ করে অথবা দ্বিধা করে তাহলে সে সকল আলেমগণের ঐক্যমতে কাফির। এই ভিত্তিতে যে, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি কাফিরের কুফরিতে সন্দেহ পোষণ করে সে কাফির।" তার রহিমাহুল্লাহ'র কথা শেষ। [আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ- ৮/১৬০]

* আমরা লক্ষ্য করছি এখানে শাইখ সুলাইমান দ্বিধান্বিত ব্যক্তিকে তাকফির করার পূর্বে শারয়ী হুকুম বর্ণনা করা কে শর্তারোপ করেছেন।

এবং ইমাম আবু হাতিম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ এমন ব্যক্তির ব্যাপারে বলেন -যে বলে কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি - "যে ব্যক্তি তার কুফরির ব্যাপারে জেনে বুঝে সন্দেহ পোষণ করবে সে কাফির হবে। আর যে ব্যক্তি জানে না সেক্ষেত্রে তাকে জানানো হবে। অতঃপর যদি সে তাকে তাকফির করার ব্যাপারে হক্বের নিকট অনুগত বা মাথা নত না করে তাহলে তার উপরেই কুফর আরোপ করা হবে।" তার রহিমাহুল্লাহ'র কথা শেষ। [ত্ববাক্বাতুল হানাবিলা-১/২৮৬]

আর যে ব্যক্তি এর (তালেবানের) অবস্থা জানে না এবং এর সৈনিকদের থেকে যার নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট বা সন্দেহপূর্ণ তাহলে তার জন্য ইসলামের হুকুম অবশিষ্ট থাকবে (অর্থাৎ সে মুসলিম)। পক্ষান্তরে যদি সে যুদ্ধে শরিক হয় তাহলে রিদ্দাহ'র যুদ্ধ অনুযায়ী তার সাথে যুদ্ধ করা হবে। আর তার বিষয়টি আল্লাহর নিকট থাকবে।

=

* এই অবস্থাতেও আবু হাতিম দ্বিধান্বিত ব্যক্তিকে তাকফির করার পূর্বে তাকে জানানোর শর্তারোপ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ হুলুলিয়্যাদের (সর্বেশ্বরবাদী) ব্যাপারে বলেন, "যে ব্যক্তি এই সকল লোকদের কথা (বক্তব্য) জানার ও দ্বীনে ইসলাম জানার পরেও তাদের কুফরিতে সন্দেহ পোষণ করবে সে কাফির। ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের কুফরিতে সন্দেহ পোষণ করে।" [মাজমুউল ফাতাওয়া - ২/৩৬৮]

* তিনি এই সুরতেও 'অবস্থা' জানা ও 'শারয়ী হুকুম' জানাকে একসাথে শর্তারোপ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ 'দুরুঝ' সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বলেন, "এই সকল লোকদের কুফরির ব্যাপারে মুসলিমদের মাঝে কোন মতপার্থক্য নেই। বরং যে ব্যক্তি তাদের কুফরিতে সন্দেহ পোষণ করবে সে তাদের মতই কাফির।" তার কথা শেষ। [মাজমুউল ফাতাওয়া - ৩৫/১৬২]

* আমরা এই সুরতে লক্ষ্য করছি, তিনি দ্বিধান্বিত ব্যক্তিকে তাকফির করার ক্ষেত্রে অবস্থা ও হুকুম বর্ণনা করাকে শর্তারোপ করেন নি। আর এটা একারণে যে, ঐ দলের অবস্থা ও তাদের কুফরির ব্যাপারে প্রমাণসমূহ দৃশ্যমান।

উদ্বৃতি শেষ।

সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।